131

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

রাজশাহী বিভাগের সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণভিত্তিক পাঠদান জনপ্রিয় হয়েছে

।। মলয় ভৌমিক ।। রাজশাহী, ১৭ই মে।- রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলায় বেরসকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে উপকরণভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি আগের তুলনায় অনেক জনপ্রিয় হয়েছে। এই পদ্ধতিতে লেখাপড়ার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বেড়েছে এবং অপেক্ষাকৃত উঁচু শ্রেণীতে পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বিভাগের মোট ৯ হাজার ২৬২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই অবকাঠামোগত উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের ভবন পাঠ অনুপযোগী। প্রয়োজনীয় চেয়ার- বেঞ্চ-টেবিলের সংকটও রয়েছে।

উপকরণভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি হলো বাস্তব কোন জিনিসের মডেল দেখিয়ে শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। উন্নত দেশ-গুলোতে এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ওপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে গোড়া থেকেই এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কিন্তু উপকরণের অভাব এবং শিক্ষকদের অনাগ্রহের কারণে এতদিন এই পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই পদ্ধতিতে পাঠাদানের ওপর পুনরায় গুরুত্ব দেয়া হয়। পাঠদানের উপকরণ সরবরাহের লক্ষ্যে ইউনিসেফের সহায়তায় এবং শিক্ষকদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সৈয়দপুরে গড়ে তোলা হয় একটি রিসোর্স সেন্টার।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের উপ-পরিচালক অধ্যাপক আবদুল হাই চৌধুরী পাঠদানের সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য গত বছরে ১৮৭টি বিদ্যালয় পরিদর্শনশেষে জানান, উপ-করণভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি জনপ্রিয় হলেও শিক্ষকদের মধ্যে এ ব্যাপারে অনাগ্রহ এখনো দূর হয়নি। এছাড়া পর্যাপ্ত উপকরণের অভাব এখনো রয়ে গেছে। তবে ছাত্রছাত্রীরা এই পদ্ধতিকে অনেকটা খেলাধুলার মত গ্রহণ করায় বিদ্যালয়ের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ছে। এমনকি এতে ঝরে পড়ার হার গত ১৯৯১ সালের সাড়ে ১৩ শতাংশের স্থানে কমে এসে ১০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

উপ-পরিচালকের পরিদর্শন প্রতিবেদনে আরো জানা যায়, রাজশাহী বিভাগে অনেক স্থানেই বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ। চেয়ার-টেবিল বেঞ্চের সংকটও রয়েছে। তবে এসত্ত্বেও বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের উপস্থিতি আগের তুলনায় বেড়েছে। বেড়েছে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হারও। ১৯৯২ সালে যেখানে ছাত্র ও ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল যথাক্রমে ৭৪ ও ৭৮ শতাংশ, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭৫ ও ৮২ শতাংশে। শতকরা ১০ ভাগ শিক্ষক অবশ্য বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ক্ষেত্রে অনিয়ম করছেন। এক্ষেত্রে বিধি-মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে মা-সমাবেশ ও বিনামূল্যে বই বিতরণ সন্তোষজনক বলে উল্লেখ করা হয়। তবে সহ-পাঠ্যক্রম কার্যক্রম বা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম যথা-যথভাবে চলছে না বলে জানা যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে শতকরা ৭০ ভাগ বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ভালো লক্ষ্য করা গেলেও শতকরা ৩০ ভাগ বিদ্যালয়ের অবস্থা খারাপ। বিভাগের বেশিরভাগ বিদ্যালয়েই স্যানিটেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। এ ব্যাপারে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিগুলোকে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগী হবার পরামর্শ দেয়া হয়। অনেক বিদ্যালয়ের ব্লক টিচিং অর্থাৎ ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে একই শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কার্যকর না হওয়ায় এদিকে বিশেষ গুরুত্বদানের পরামর্শও দেয়া হয়েছে।